...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৪০.২৩.০০১.১৯.১০৫৪

তারিখ: ৩০ ভাদ্র ১৪২৮
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিষয়: **"মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা ২০২১" প্রেরণ এবং নীতিমালা অনুযায়ী "মুক্তিযুদ্ধ পদক"-এর জন্য মনোনয়ন প্রস্তাব আহ্বান।**

সূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০২.২১.৯১; তারিখঃ ২৩ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সংগঠিত করা ও সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি এবং সংগঠন ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং চেতনা বিকাশে অবদানকারী সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী, সমাজসেবক এবং গবেষকগণকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য 'মুক্তিযুদ্ধ পদক' প্রবর্তন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, "মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা-২০২১" (কপি সংযুক্ত) এর খসড়া "জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি"তে গত ১২ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

০২. এমতাবস্থায়, "মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা-২০২১" অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত মনোনয়ন ছকে ব্যক্তি, সংগঠন, গোষ্ঠী এবং সংস্থাকে মনোনয়ন প্রদান করে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র।

১৪-৯-২০২১
রোকসানা রহমান
উপসচিব
ফোন: ০২-৯৫৪৫৪৩৪
ইমেইল: dsadmin@tmed.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) অতিরিক্ত সচিব, অডিট ও আইন অনুবিভাগ, কারিগরি

ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
২) অতিরিক্ত সচিব , কারিগরি অনুবিভাগ , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৩) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
৪) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) , মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
৫) অতিরিক্ত সচিব , মাদ্রাসা অনুবিভাগ , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৬) অতিরিক্ত সচিব , যুগ্মসচিব (কারিগরি) এর দপ্তর , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৭) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগ , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৮) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৯) চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
১০) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
১১) পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া
১২) অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৪০.২৩.০০১.১৯.১০৫৪/১(৫)

তারিখ: ৩০ ভাদ্র ১৪২৮
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অধিশাখা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
২) উপসচিব, প্রশাসন অধিশাখা -২, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৩) সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব), সচিব-এর দপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৪) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা , প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগ , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৫) অফিস কপি।

১৪-৯-২০২১
রোকসানা রহমান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-০১ (প্রশাসন ও হিসাব)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

নং-৫৭.০৩.০০০০.০১০.১৮.০১০.২১ (পার্ট-২)-**৩২৮**

তারিখ: ১৫/০৯/২০২১ খ্রি.

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪০.২৩.০০১.১৯.১০৫৪, তাং-১৪/০৯/২০২১ খ্রি.

০১. পরিচালক (প্রশাসন/পিআইডব্লিউ/ভোকেশনাল/পিআইইউ/পরিঃওউন্নঃ) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
০২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
০৩. পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় (সকল)
০৪. অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা
০৫. অধ্যক্ষ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল)
০৬. অধ্যক্ষ, ভিটিটিআই, বগুড়া
০৭. অধ্যক্ষ, পলিটেকনিক/মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট (সকল)
০৮. অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (সকল)
০৯. ইকুইপমেন্ট অফিসার, সেন্ট্রাল স্টোর, নারায়নগঞ্জ
১০. অধ্যক্ষ/সুপারিনটেন্ডেট/প্রধান শিক্ষক, বেসরকারি এমপিওভুক্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ
১১. সহকারী পরিচালক (১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
১২. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৩. প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৫. সংরক্ষণ নথি।

পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৫/০৯/২০২১

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
সহকারী পরিচালক
ফোন- ০২-৫৮১৫২২০৮

D:\M.A.Momen, Steno Ty. Cum Com. Ope\Andorsment_Office order.docx

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ ও অর্থ) এর দপ্তর
ডায়েরী নং-
তারিখ: AUG 2021
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১)
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২)
স্বাক্ষর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিবহন পুলভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক,
ঢাকা-১০০০।
প্রশাসন-১ শাখা
www.molwa.gov.bd

তারিখ: ৮ ভাদ্র ১৪২৮
২৩ আগস্ট ২০২১

স্মারক নম্বর: ৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০২.২১.৯১

বিষয়: "মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা ২০২১" প্রেরণ এবং নীতিমালা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ পদক এর জন্য মনোনয়ন প্রস্তাব আহবান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ২০২১ সালে আমরা পালন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। স্বাধীনতা সংগ্রামকে সংগঠিত করা ও সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অনেক ব্যক্তি এবং সংগঠন ভূমিকা রেখেছে এবং এখনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং চেতনা বিকাশে দেশের সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী, সমাজসেবক এবং গবেষকগণ নানাভাবে অবদান রেখেছেন এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসকল ব্যক্তি ও সংগঠন/সংস্থার অবদানকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে তারা সম্মানিত বোধ করবেন, তাদের কর্মের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আরও বিকশিত হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের অর্জন পূর্ণতা পাবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে এসকল বরেণ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করার জন্য 'মুক্তিযুদ্ধ পদক' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

০২। 'মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা-২০২১' এর খসড়া "জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি"তে অনুমোদিত হওয়ায় গত ১২ আগস্ট, ২০২১ তারিখে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত নীতিমালার ১১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মনোনয়ন ও পদক প্রদান বিষয়ক সময়সূচি শুধুমাত্র এ বছরের জন্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে;

ক্রমিক	কর্মসূচি	নির্ধারিত সময়সূ
(ক)	মনোনয়ন আহ্বান	২৫ আগস্ট
(খ)	জেলা পর্যায়ের কমিটিতে আবেদন গ্রহণ	৩০ আগস্ট
(গ)	জেলা কমিটিতে মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১৫ সেপ্টেম্বর
(ঘ)	জেলা কমিটি কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মনোনয়ন প্রেরণ	২০ সেপ্টেম্বর
(ঙ)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কমিটিতে প্রেরণ	৩০ সেপ্টেম্
(চ)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১০ অক্টোব
(ছ)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	২০ অক্টোব
(জ)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনয়ন অনুমোদনক্রমে পদক ঘোষণা	৩০ নভেম্
(ঝ)	পদক প্রদান	১৫ ডিসে

০৩। বর্ণিতাবস্থায়, উপরোল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ পদক এর জন্য মনোনয়ন প্রস্তাব (হার্ডকপি/সফট কপি) এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। এ প্রেক্ষিতে "মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা-২০২১" এবং 'মুক্তিযুদ্ধ পদক' মনোনয়ন ছক এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য, "মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা-২০২১" এবং 'মুক্তিযুদ্ধ পদক' মনোনয়ন ছক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.molwa.gov.bd)-এ পাওয়া যাবে।

২৩-৮-২০২১
দেবাশীষ নাগ
উপসচিব

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(প্রশাসন-১ শাখা)

তারিখ : ১৯ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৩ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০২.২১/৫৬৯

প্রজ্ঞাপন

'মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা-২০২১'

১. এ নীতিমালা 'মুক্তিযুদ্ধ পদক নীতিমালা-২০২১' নামে অভিহিত হবে।

২. পদকের নাম : মুক্তিযুদ্ধ পদক (Liberation War Award)

৩. **মুক্তিযুদ্ধ পদক প্রদানের পটভূমি :**

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। অগণিত মানুষের জীবন উৎসর্গ ও চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের চরম ও পরম পাওয়া স্বাধীনতা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে জাতিসত্তা রক্ষা, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় বাঙ্গালি জাতি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অদম্য সাহস আর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের সর্বস্তরের মানুষ, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল, শিল্পী, শব্দ সৈনিক, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা সবাই মুক্তিযুদ্ধের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে অংশগ্রহণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ভাষণের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত বাঙ্গালীরা যে যেভাবে পেরেছে দেশকে স্বাধীন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলসামস কর্তৃক ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়। তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনে এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। দুই লক্ষ মা, বোন নিপীড়নের শিকার হন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাসে তিন কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশের অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছে। এহেন আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে আবালবৃদ্ধবণিতা সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে। নানান কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র এগিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে খাবারের ব্যবস্থা, গোপনে তথ্য আদান-প্রদানসহ আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিয়ে নারীরা পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। এই সহায়তা করতে যেয়ে অনেকে নির্যাতিত হয়ে শহিদ হয়েছেন। কেউ কেউ বীরাঙ্গনা হয়ে এখনো বেঁচে আছেন।

স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ২০২১ সালে আমরা পালন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। অনেক কিংবদন্তি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বা মুক্তিযোদ্ধা আজ আর বেঁচে নেই। এছাড়া, স্বাধীনতা সংগ্রামকে সংগঠিত করা ও সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অনেক ব্যক্তি এবং সংগঠন ভূমিকা রেখেছে এবং এখনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং চেতনা বিকাশে দেশে সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী, সমাজসেবক এবং গবেষকগণ নানাভাবে অবদান রেখেছেন এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসকল ব্যক্তি ও সংগঠন/সংস্থার অবদানকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে তারা সম্মানিত বোধ করবেন, তাদের কর্মের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আরও বিকশিত হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের অর্জন পূর্ণতা পাবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে সরকার এসকল বরেণ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করার জন্য 'মুক্তিযুদ্ধ পদক' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৪. পদক প্রদানের ক্ষেত্রঃ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য 'মুক্তিযুদ্ধ পদক' প্রদান করা হবে—

(ক) স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সংগঠনে ভূমিকা, (খ) সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, (গ) স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতা বিষয়ক সাহিত্য রচনা, (ঙ) মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/নাটক নির্মাণ/সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, (চ) মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ক গবেষণা, (ছ) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ (জ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো ক্ষেত্র।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো কর্ম যা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে অথবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিস্তৃতকরণ ও বিকাশে সহায়তা করেছে বা করছে।

৫. পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা (Criteria) :

৫.১ ব্যক্তি পর্যায়ে—

৫.১.১ এ পদকের জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে, মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা বিদেশী নাগরিককেও এ পদক প্রদান করা যাবে;

৫.১.২ পদক প্রদানের জন্য ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের কৃতিত্ব ও অবদানকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৫.২ বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে—

৫.২.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধ পরবর্তী সর্বজনবিদিত সংগঠন হতে হবে;

৫.২.২ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনে অনন্য হতে হবে।

৫.৩ সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে—

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে সরাসরি অবদান রাখা মন্ত্রণালয়/বিভাগ, মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হবে।

৬. পদক প্রাপ্তির অযোগ্যতা :

৬.১ রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে/ফৌজদারি আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত বা ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত বা দেউলিয়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ পদক প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬.২ একবার পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ১০ (দশ) বছরে একই বিষয়ে পুনরায় পদকের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬.৩ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এ পদক প্রদান করা হবে না।

৭. পদক সংখ্যা :

প্রতি বৎসর পদক এর সংখ্যা অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মোট ৭ (সাত) টি হবে। তবে, উল্লেখ থাকে যে, সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো বৎসর উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান না পেলে পদক সংখ্যা হ্রাস করতে পারবে।

৮. পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় বিষয়াদি:

৮.১ ১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক;

৮.২ পদক এর একটি রেপ্লিকা;

৮.৩ ব্যক্তি পর্যায়ে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) এবং দপ্তর সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা (ক্রসড্ চেক এর মাধ্যমে প্রদেয়);

৯. পদক প্রদান কর্মসূচির ব্যয় :

পদক প্রদান কর্মসূচির জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রতিবছর বরাদ্দ নির্ধারিত থাকবে।

১০. মনোনয়ন প্রক্রিয়া:

১০.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পূর্ববর্তী বছরের অবদানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মনোনয়ন আহ্বান করবে;

১০.২ মনোনয়ন আহ্বানের জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে; মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থার ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ করা হবে;

১০.৩ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে জেলা বাছাই কমিটিতে প্রাথমিক বাছাইপূর্বক ৭টি সুনির্দিষ্ট খাতে [(ক) স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সংগঠনে ভূমিকা, (খ) সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, (গ) স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতা বিষয়ক সাহিত্য রচনা, (ঙ) মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/নাটক নির্মাণ/সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, (চ) মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ক গবেষণা, (ছ) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ] পুরস্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২টি করে (ব্যক্তি ১৪ জন এবং প্রতিষ্ঠান ১৪ টি) মোট ২৮ টি নাম সুপারিশসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

১০.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটির সদস্য-সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

১০.৫ মনোনয়নের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অবদান এবং এর চেতনা বিকাশে কী কী কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছিল তা উল্লেখ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট বিবরণও থাকতে হবে;

১০.৬ মনোনয়নের সপক্ষে কার্যক্রমের গৃহীত কৌশল, বাস্তবায়নকাল, অসাধারণ অর্জন ও ফলাফল, ইতিবাচক পরিবর্তন ও প্রভাব, স্বাধীনতা অর্জনে মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত প্রমাণাদি থাকতে হবে;

১০.৭ সকল মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত ছক ব্যবহার করতে হবে (সংযোজনী-ক)।

১১. মনোনয়ন ও পদক প্রদান বিষয়ক সময়সূচি:

১১.১ পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বছরের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নেয়া হবে এবং এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময়সূচি নিম্নরূপ হবে :

	কর্মসূচি	নির্ধারিত সময়সীমা
(ক)	মনোনয়ন আহ্বান	১ জুলাই
(খ)	জেলা পর্যায়ের কমিটিতে আবেদন গ্রহণ	১ আগস্ট
(গ)	জেলা কমিটিতে মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	৩১ আগস্ট
(ঘ)	জেলা কমিটি কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মনোনয়ন প্রেরণ	১০ সেপ্টেম্বর
(ঙ)	মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কমিটিতে প্রেরণ	১০ সেপ্টেম্বর
(চ)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ	১০ অক্টোবর
(ছ)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	২০ অক্টোবর
(জ)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনয়ন অনুমোদনক্রমে পদক ঘোষণা	৩০ নভেম্বর
(ঝ)	পদক প্রদান	১৫ ডিসেম্বর

১২. প্রাথমিক বাছাই কমিটি:

১২.১ জেলা পর্যায়—

(ক)	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(খ)	জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-	সদস্য
(গ)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ)	নির্বাচিত জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাবেক জেলা কমান্ডার)	-	সদস্য
(ঙ)	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (জনসেবার জন্য বিখ্যাত ও নিবেদিত)	-	সদস্য
(চ)	প্রেসক্লাবের সভাপতি/সম্পাদক	-	সদস্য
(ছ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	-	সদস্য-সচিব

১২.১.১ জেলা কমিটির কর্মপরিধি—

(ক) প্রস্তাবিত ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাচাই-বাছাইক্রমে নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(খ) মনোনয়নের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত;

(গ) সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে ১০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে প্রতিটি পুরস্কারের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২টি করে মোট ২৮টি নাম সুপারিশসহ প্রস্তাব মুক্তিযুক্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(ঘ) উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব হলে পদক প্রদানের সুপারিশকালকে বিগত বছরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করা।

১৩. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটি—

(ক)	মাননীয় মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(খ)	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(গ)	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ঘ)	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(ঙ)	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(চ)	সচিব, সংস্কার ও সমন্বয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(ছ)	সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(জ)	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি	-	সদস্য
(ঝ)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

১৩.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) জেলা পর্যায় থেকে প্রস্তাবিত ব্যক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি যাচাই-বাছাইক্রমে নির্ধারিত ছক মোতাবেক চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে সরাসরি প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক মূল্যায়ন;

(গ) ১০ অক্টোবর এর মধ্যে সভা অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যাদি সম্পন্নপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করতঃ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য ২০ অক্টোবর এর মধ্যে প্রস্তাব প্রেরণ;

(ঘ) উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব হলে পদক প্রদানের সুপারিশকালে বিগত বছরের সুপারিশপ্রাপ্ত কিন্তু পদক পাননি এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনা করা।

১৪. তালিকা চূড়ান্তকরণ—

১৪.১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুপরিশকৃত তালিকা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও প্রমাণকসহ ২০ অক্টোবর এর মধ্যে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে;

১৪.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তালিকা প্রেরণকালে মুক্তিযুদ্ধ পদকের জন্য সুপারিশকৃত বিশিষ্ট ব্যিক্তি ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত অবদানের ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি থাকতে হবে;

১৪.৩ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মুক্তিযুদ্ধ পদক প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে;

১৪.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদকপ্রাপ্তদের নাম অনুমোদনের পরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের/প্রতিষ্ঠানের মতামত/সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। পদকের জন্য নির্বাচিত কোনো ব্যক্তি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান পদক গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করলে উক্ত নির্বাচিত ব্যক্তি বা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর নাম পদকপ্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং পদকপ্রাপ্ত হিসেবে নাম ঘোষণা করা হবে না;

১৪.৫ সকল কার্যক্রম সম্পন্নের পর এবং পদক প্রদান সংক্রান্ত পুরস্কার প্রদানের পূর্বে গণমাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হবে;

১৪.৬ মরণোত্তর পদক প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতার কারণ বা অন্য কারণে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অসমর্থ হলে তাঁর মনোনীত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধি পদক গ্রহণ করতে পারবেন;

১৪.৭ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করলে অথবা উপযুক্ত উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধির নাম মনোনয়ন না করলে পরবর্তী সময়ে পদক গ্রহণ করতে পারবেন;

১৫. প্রতি বছর ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ পদক প্রদান করা হবে;

১৬. এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং ইতোপূর্বে জারীকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত কোনো নির্দেশাবলি থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দেবাশীষ নাগ
উপসচিব (প্রশাসন-১)।

সংযোজনী-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
www.molwa.gov.bd

'মুক্তিযুদ্ধ পদক' মনোনয়ন ছক

১।	যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন সুপারিশ করা হচ্ছে [প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক চিহ্ন দিন]	
১.১	স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের ক্ষেত্রে অবদান।	
১.২	সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।	
১.৩	স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন।	
১.৪	মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতা বিষয়ক সাহিত্য রচনা	
১.৫	মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা ভিত্তিক চলচ্চিত্র/ডকুমেন্টারি/তথ্যচিত্র/নাটক নির্মাণ	
১.৬	মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা বিষয়ে গবেষণা	
১.৭	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ	
২।	মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য	
	ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম:	
	যোগাযোগের ঠিকানা:	
	স্থায়ী ঠিকানা:	
	মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল	
	বয়স:	
	শিক্ষাগত যোগ্যতা:	
	প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:	
৩।	মনোনয়ন প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য	
	ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম:	
	যোগাযোগের ঠিকানা:	
	মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল	
	বয়স:	
	শিক্ষাগত যোগ্যতা:	
	প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:	
৪।	যে উদ্দেশ্যের জন্য মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে তার নাম:	
৫।	সুপারিশকৃত মনোনয়ন নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন্ কোন্ খাতে ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখ করুন	
৬।	মনোনীত ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে কিনা?	
৭।	ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের মধ্যে তার বিবরণ, সপক্ষে দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি (অনধিক ৫ পৃষ্ঠা) সংযুক্ত করুন।	
৮।	অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে মনোনয়নের সপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সংবলিত একটি ধারণাপত্র সংযুক্ত করুন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মনোনয়নের সপক্ষে দলিলাদি, তথ্য চিত্র, প্রকাশনা ইত্যাদিসহ)	
৮.১	প্রেক্ষাপট	
৮.২	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অবদান	
৮.৩	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কর্মের ফলে স্বাধীনতা অর্জনে/মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে প্রভাব	
৮.৪	অসাধারণ অর্জন (প্রতিটি চিহ্নিত প্রভাবকে ব্যাখ্যার জন্য ১৫০ শব্দের মধ্যে বিবরণ দিন)	
৮.৫	অনধিক ১০০ শব্দের মধ্যে মনোনয়নের সপক্ষে একটি বিবরণ প্রদান করুন।	
	মনোনয়ন প্রেরণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও পদবি	